Thu

২) নাসিক্যধ্বনিযুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জন সরলীভূত।
কান্তি > কাঁত

৩) শব্দমধ্যস্থ মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ।
কাহ্ন > কানু

অন্ত্যমধ্য বাংলা- মঙ্গলকাব্য, অনুবাদসাহিত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব পদ।

বৈশিষ্ট্য: ১) অপিনিহিতির ব্যবহার - করিয়া > কইর্যা
২) সম্বন্ধ পদে 'র' বিভক্তির ব্যবহার।
৩) আরবী- ফার্সীর ব্যবহার।
৪) মধ্য স্বরলোপ- গামোছা > গামছা।

আধুনিক বাংলা (1800) -
১) অভিশ্রুতির ব্যাপক ব্যবহার - কইর্যা > করে
২) স্বরসঙ্গতির ব্যাপক ব্যবহার- দেশী > দিশি
Fri
৩) ইংরাজী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার- পেন, টেবিল
৪) গদ্য ছন্দের ব্যবহার।
৫) যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার।

February 2007
W T F S S
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28

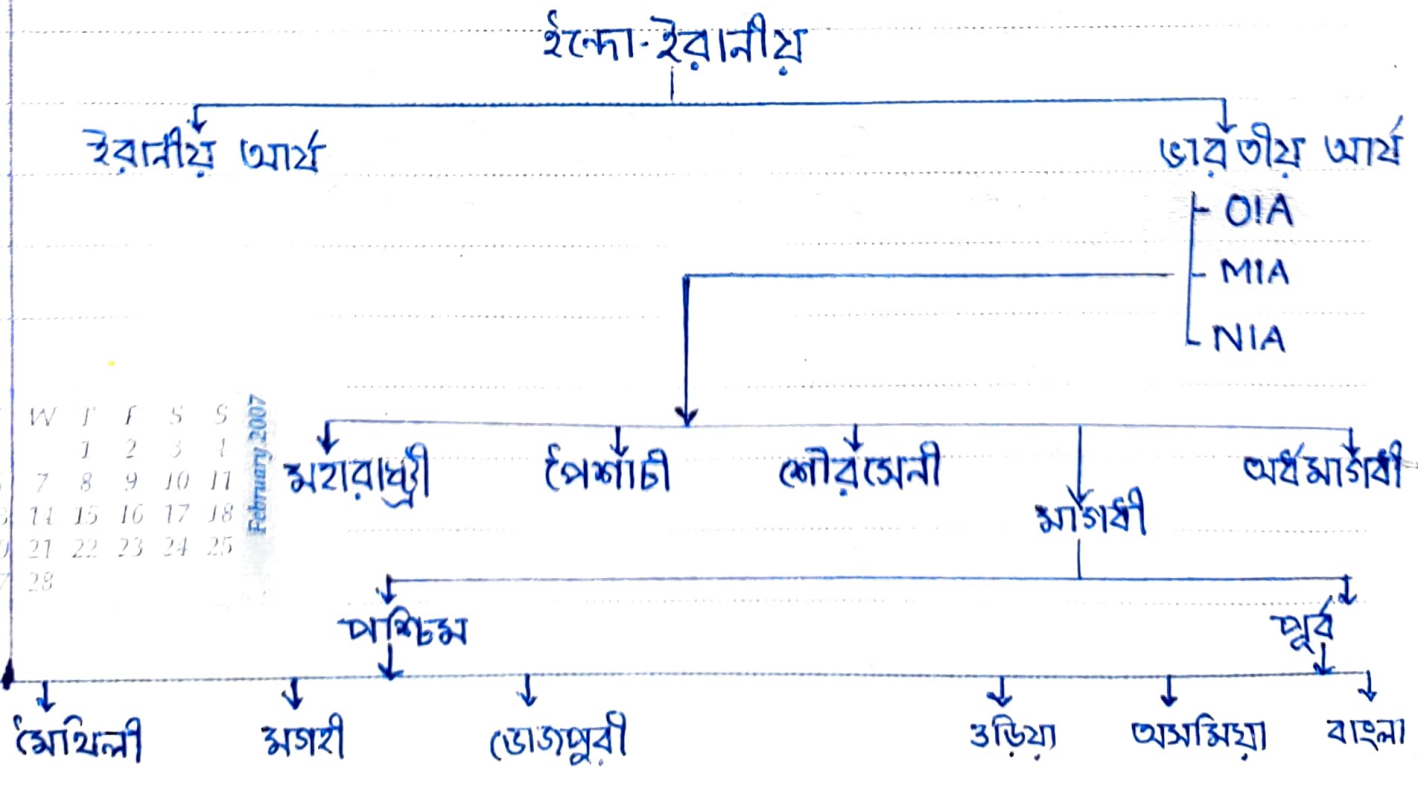

Tue

১> আদি (950-1350)

□ চর্যাপদ, বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের অমরকোষের টীকা, ধর্মদাসের বিদগ্ধ মুখমন্ডন, শেকশুভোদয়া।

বৈশিষ্ট্যঃ ১) সংস্কৃতের অল্পপ্রানধ্বনি লোপ পায়, কখনো উদ্বৃত্ত স্বর প্রযুক্ত হয় - সকল > সঅল

২> নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয় - শব্দেন > সাঁদে।

৩> স্বরসঙ্গতির ব্যবহার ছিল।

দৃঢ় > দিঢ়ি

৪> শ > স, ন > ন, জ > য

জানি > যানি

৫> একক মহাপ্রানধ্বনি 'হ' কারে পরিনত।

মহাসুখ > মহাসুহ

Wed

৬> চর্যাপদের যুগে শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার লক্ষনীয়।

শৃগাল > শিআল > শিয়াল

৭> কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি- চঞ্চল চীঅ পইঠো কাল

৮) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি র / ক

এড়িএউ ছান্দক বান্দ করনক পাটের আস।

৯) করনে 'এ' বিভক্তি- সোনে ভরই করুনা নাবি।

২> মধ্যবাংলা (1350-1800)

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

a) আদি-মধ্যবাংলা (1350-1450)

b) অন্ত্য মধ্য বাংলা (1450-1800)

বৈশিষ্ট্যঃ ১) পদান্তিক স্বরের ক্ষীনতা-

বড়াই > বড়ায়

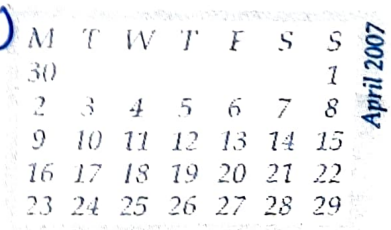

Sun এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষার দুটি শাখা- ১) ইরানীয় আর্য
২) ভারতীয় আর্য

আনুমানিক 1500 BC আর্যরা ভারতে এলে ভারতীয় আর্যভাষা এদেশে প্রবেশ করে যা কালক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।
এই আর্যভাষা 3 ভাগে বিভক্ত-

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA)- 1500-600 B.C (ঋগ্বেদ)
২) মধ্য ভারতীয় আর্য (MIA)- 600 BC-900
□ পালি, প্রাকৃত, অশোকের শিলালিপির আবির্ভাব।
□ বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে এই ভাষা দেখা যায়।
৩) নব্য ভারতীয় আর্য (NIA) - 900- আধুনিক কাল।

পানিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরনের মাধ্যমে আর্যভাষার সংস্কারকৃত নতুন রূপ জেন সংস্কৃত। ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপ প্রাচ্য, Mon উদীচ্য, মধ্যদেশীয় বিবর্তিত হয়ে জন্ম দেয় মৌখিক প্রাকৃতের। এই মৌখিক প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় সাহিত্যিক প্রাকৃত। যার ৫ শাখা-

১) মহারাষ্ট্রী (মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানী, কোঙ্কনী)
২) পৈশাচী (পূর্বী, পশ্চিমী, লাঙ্গাবী)
৩) শৌরসেনী (বঙ্গারু, গাড়োয়ালী, কনৌজী)
৪) অর্ধ-মাগধী (বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী)
৫) মাগধী ← পশ্চিমী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী)
পূর্বী (বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া)

এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃত থেকে বিশিষ্ট যে কথ্যরীতির ভাষা গড়ে উঠে তার নাম অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ।

বাংলা ভাষা বিস্তারের তিনটি স্তর-

১) আদি
২) মধ্য
৩) আধুনিক

BNGE : 4th Sem
Teacher's Name :
Dr. Biswajit Podder ②

বাংলা ভাষার উৎস ও বিবর্তনের রূপরেখা ও লক্ষণ :

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় :-

1) ইন্দো-ইউরোপীয়
2) সেমীয়-হামীয়
3) বান্টু
4) ফিন্নো-উগ্রীয়
5) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু
6) অষ্ট্রিক
7) দ্রাবিড়
8) ককেশীয়
9) ভোট-চিনীয়
10) এস্কিমো
11) উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভাষা
12) আমেরিকার প্রাচীন ভাষাসমূহ

বাংলা তথা পৃথিবীর উন্নত ভাষা সমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইহার 10 টি শাখা-

1) গ্রীক
2) জার্মানিক/ টিউটনিক
3) ইতালিক
4) কেলতিক
5) বাল্টো স্লাবিক
6) আলবানীয়
7) আর্মেনীয়
8) তুখারীয়
9) হিত্তীয়
10) ইন্দো-ইরানীয়।

M	T	W	T	F	S	S
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

April 2007